দামুড়হুদায় যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান মিল্টনের জানাজা সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টনের প্রথম জানাজা ব্যাপক শোক ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজায় উপস্থিত থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান (বাবু) গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, মিল্টনের মতো ভালো ও গুণী কর্মীদের জন্য বারবার রাজনীতির মাঠে ফিরে আসতে মন চায়। পরে সকাল ১০টায় জনপ্রিয় এই যুবনেতার নিজ গ্রাম পাটাচুরায় দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। তিনি বলেন, “মাহফুজুর রহমান মিল্টন ছিলেন একজন সৎ, মৃদুভাষী ও গুণী মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।”

জানাজায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ হাসান মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফুজ্জামান সিজার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান ঝন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব খান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ ও সোহেল রানা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খানসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ দলীয় নেতাকর্মী, আত্মীয়-স্বজন ও সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
মিল্টনের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টনের ইন্তেকাল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব, ত্যাগী ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ মাহফুজুর রহমান মিল্টন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

গতকাল শনিবার বিকাল ৩টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে রেফার করেন। পরিবারের সদস্যরা অ্যাম্বুলেন্সযোগে কুষ্টিয়ায় নেওয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাহফুজুর রহমান মিল্টন দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা গ্রামের মৃত শফিউদ্দীনের পুত্র। ১০ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। ব্যক্তিজীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর মেয়ের নাম নওশীন (৬)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাহফুজুর রহমান মিল্টন এলাকায় অত্যন্ত সুনামধন্য, ত্যাগী ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দলীয় কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সক্রিয় ও জনপ্রিয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবারসহ পুরো দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ রবিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সকাল ১০টায় নিজ গ্রাম পাটাচোরায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস

বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন (এমপি) গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, “মাহফুজুর রহমান মিল্টন ছিলেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক। রাজপথের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর সাহসী ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত। তাঁর মতো ত্যাগী নেতার অভাব সহজে পূরণ হওয়ার নয়।”

নেতৃদ্বয় মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার, দলীয় নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

মুজিবনগরে যুবদল নেতার উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসানের পারিবারিক উদ্যোগে অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে দারিয়াপুর ইউনিয়নের ৬০ জন অসহায় মানুষের মাঝে এসব ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঈদকে সামনে রেখে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদ উদযাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আবুল হাসান জানান, তিনি প্রতি বছরই তার পরিবারের পক্ষ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বলেন, “আমার ইউনিয়নসহ মুজিবনগর উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদ পালন করতে পারে, সেটাই আমার প্রত্যাশা।”

এবারের ঈদ উপহার প্যাকেজে ছিল পোলাও চাল, ময়দা, চিনি, সাবান, আলু, রসুন, পেঁয়াজ ও সেমাই।

এ সময় তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া-এর রুহের মাগফিরাত কামনায় সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

এর আগে রমজান উপলক্ষে আবুল হাসানের পরিবারের পক্ষ থেকে ইউনিয়নের ৫০ জন অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রীও বিতরণ করা হয়েছিল।

শৈলকুপায় তেল পাম্পে ভাই-বোনকে বেধড়ক পেটালো পুলিশ কনস্টেবল

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পাম্পে তেল কিনতে গিয়ে মারধর ও হামলার শিকার হয়েছে ভাই-বোন। পুলিশের এক কনস্টেবল ও ইউনিয়ন যুবদল নেতার ছেলে তাদের বেধড়ক মারপিট করে।

মারপিট করার পর টেনে হিচড়ে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে কিছু হয়নি শর্তে মুচলেকায় স্বাক্ষর নেওয়ার চেষ্টা করে ওই ক্যাম্পের আইসি। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার লাঙ্গলবাধ তেল পাম্পে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী যুবক শৈলকুপা উপজেলার হাবিবপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম অভিযোগ করেন মঙ্গলবার রাতে তিনি তার বোন ও ভাগ্নে দুই মোটরসাইকেলে লাঙ্গলবাধ পাম্পে তেল কিনতে যান।

রবিউলের গাড়িতে বোতলে জরুরি অবস্থার জন্য তেল রাখা ছিলো। তেল নিয়ে মোটরসাইকেল স্টার্ট করার সময় লাঙ্গলবাধ পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল (বিপি নং-কং ১২৪২) উজ্জল মল্লিক সিভিল পোশাকে কোন পরিচয় না দিয়ে রবিউলকে মারধর করে।

মারধরের সময় রবিউলের বোন জেসমিন খাতুন ও ভাগ্নেকে মারধর শুরু করে কনস্টেবল উজ্জল মল্লিক ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক লাল্টু মন্ডলের ছেলে রিজওয়ান। রবিউল ও তার বোনকে মারপিট করে টেনে হিচড়ে টেনে নিয়ে যায় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে। করা হয় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ।

একপর্যায়ে কিছু ঘটেনি এমন মুচলেকায় জোরপুর্বক স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার চেস্টা করে ওই পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এস আই আনিছুজ্জামান। পরে স্থানীয়দের সহযোগীতায় বাড়ি ফেরে ভুক্তভোগী রবিউল তার বোন ও ভাগ্নে।

রবিউল অভিযোগ করে বলেন, আমার বাড়ি থেকে বেশ দুরে তেলপাম্পটি। পথে কোথায় তেল ফুরিয়ে গেলে জরুরীর জন্য বোতলে ২০০ গ্রাম তেল রেখেছিলাম। সেই তেল দেখে কনস্টেবল উজ্জল মল্লিক কোন কথা ছাড়াই আমাকে মারধর শুরু করে। আমি বাঁধা দিলে দুইজনে বেধড়ক মারপিট করে।

এমনকি আমার বোনকে মাটিতে ফেলে পেটাতে থাকে। শুরুর দিকে তার পরিচয় জানতে পারিনি আমরা। পরে জানার পর আর কোন প্রতিবাদ করতে পারিনি।

অভিযোগের ব্যাপারে অভিযুক্ত কনস্টেবল উজ্জল মল্লিক বলেন, গতকাল একটু কথা-কাটাকাটি হয়েছিলো। রাতেই তো সেটা ঠিক হয়ে গেছে।

ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক লাল্টু মন্ডলের ছেলে রিজওয়ান বলেন, আমি তো মারধর করিনি। আমি উল্টো উনাদের ঠেকিয়েছি।
এ ব্যাপারে লাঙ্গলবাধ ক্যাম্প’র আইসি এস আই আনিসুজ্জামান বলেন, গতকাল একটু ভুলবুঝাবুঝি হয়েছিল। স্থানীয়রা বিষয়টি মিসাংসা করে দিয়েছে। আমরাও তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। একটা ঘটনা ঘটে গেলে কিছু তো করার নেই।

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে কুতুবপুরে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক

কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে বুধবার বিকেলে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস, ছাত্রনেতা রাসেল, বিজল, শাকিল, মাহিন, আশিক, স্বপন, মোমিন, নোমান, মনিব, সোহাগ, কানন, সোহান, জয়, দোয়েলসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে ধানের শীষের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌরসভার ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ পরিচালিত হয়।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন

ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

জীবননগর যুবদল ও ছাত্রদলের নির্বাচনী কর্মশালা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে যুবদল ও ছাত্রদলের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ছাত্রদলের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে যুবদলের কর্মশালা শুরু হয়। এই কর্মশালা চলে বেলা দেড়টা পর্যন্ত। মনোহরপুর স্কুল মাঠে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ দেন বিজিএমইএর সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা- ২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। এ সময় তিনি ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, টিম অনুযায়ী কাজ করতে হবে; বিশৃঙ্খলা করা যাবে না; কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে নিজের মতো করে উত্তর দেওয়া যাবে না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী এবং সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ।

ছাত্রদলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান, সদস্যসচিব মো. মোকছেদুর রহমান রিমন, যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম রব্বানী, জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রিংকু এবং সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ।

এদিকে যুবদলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দীন ময়েন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক হযরত আলী, উপজেলা

যুবদলের সদস্যসচিব কামরুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব মো. মনির হোসেন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলাম, মো. মিনাজুল ইসলাম, মো. সাইদুর রহমান রানা, সরোয়ার হোসেন, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আনার হোসেন, মো. জহিরুল ইসলাম মিঠু, মো. আজমত আলী, মো. আব্দুল আলীম এবং মো. মতিয়ার রহমান।

গাংনীতে যুবদল নেতা মনি আটক, অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে মনিরুজ্জামান মনি (৩৮) কে একটি অবৈধ ওয়ান শুটারগান অস্ত্রসহ আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ২ টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত একটানা অভিযানের মাধ্যমে তাকে আটক করা হয়।

আটক মনি গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মনিরুজ্জামান মনির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের এক পর্যায়ে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাড়ির ছাদে তল্লাশি চালিয়ে বালিভর্তি একটি বালতির ভিতরে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় পরিত্যক্ত একটি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার করা হয়। পরে ওই অস্ত্রসহ মনিকে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও আটক মনির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, আটক মনির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরের বারাদীতে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে সদর উপজেলা যুবদলের আয়োজনে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির অফিস প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বারাদী বাজারে যুবদলের নেতৃত্বে একটি আনন্দ মিছিল বের হয়।

ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মোহাম্মদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী মেম্বার। আরও বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, যুবদল নেতা আসলাম আলী।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নস্যাৎ করার জন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা যুবদল সব সময় এক ছিলাম, ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। দেশনায়ক তারেক রহমান যাকে মনোনয়ন দেবেন, মেহেরপুর যুবদল ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবে। আমরা কামরুলের লোক নই, আমরা মিল্টনের লোক নই, আমরা মাসুদ-অরুণের লোক নই। আমরা দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার লোক, আমরা দেশনায়ক তারেক রহমানের লোক, আমরা ধানের শীষের লোক। সুতরাং দল যাকে সিদ্ধান্ত দেবে, মেহেরপুর যুবদল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার কাজ করবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন তপু, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম জাদুসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মিছিল ও সমাবেশ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের পণ্ডের ঘাট এলাকা থেকে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি সড়কে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলের আগে পণ্ডের ঘাট এলাকায় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে জনগণ নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেননি। আওয়ামী লীগ সরকার জোরজবরদস্তি করে তাদের প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছে। আমরা শেখ হাসিনার দুঃশাসন, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি মেহেরপুরে মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে। অনেক নেতা-কর্মী জেল খেটেছেন। তবুও শত নির্যাতন-জুলুম উপেক্ষা করে আমরা লড়াই চালিয়ে গেছি।

এছাড়াও এসময় জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসানসহ জেলা ও উপজেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।